রাবি'র ঘটনা : কার কথা ঠিক মন্ত্রী না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

রাজশাহী প্রতিনিধি

১৬ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রেলস্টেশন ও সংলগ্ন গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞের কারণ ও এর সঙ্গে কারা জড়িত– এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ও রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, মেহেরচণ্ডির একাধিক মসজিদে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে বাধা পেয়ে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রশিবির অগ্নিসংযোগসহ ক্যাম্পাস এবং গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট চালায়। পরে সংঘর্ষ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হয়।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধান ও স্থানীয় প্রশাসনের বক্তব্যে শিবিরই যে এ ঘটনা ঘটিয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে। তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এবং ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক গত দু'দিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করে ১৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনার জন্য জামায়াত-শিবির চক্রকে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

কার : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৬

কার : কথা ঠিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এদিকে ঘটনার রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক লিখিত বিবৃতিতে বলেছে, হোটেলে খাবারের দাম নিয়ে বচসার জের ধরে ছাত্রদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ হয়। কর্তৃপক্ষ ছাত্রশিবিরকে কোন প্রকার দোষারোপ করেনি। ঘটনার দিন ছাত্রশিবির ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল এক ও অভিন্ন।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহানগর ছাত্রশিবির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা শুক্রবার এক যুক্ত বিবৃতিতে ২২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে দেয়া বক্তব্যের জন্য তথ্য প্রতিমন্ত্রীকে 'মিথ্যাবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, গ্রামবাসী যাতে আবার ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সে লক্ষ্যে তথ্য প্রতিমন্ত্রী উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। শিবিরের বিবৃতি অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের মাধ্যমে ১৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনা পরিষ্কার হয়েছে।

অপরদিকে ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটি আজ শনিবার থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য গ্রহণ করবে। ১২ মার্চ পর্যন্ত লিখিত ও ১৫ মার্চ পর্যন্ত মৌখিক বক্তব্য দেয়া